ঈশ্বর নিয়ে লৌকিক চিন্তা

শিহাব

০৪-০৪-০৬

...কৃষক জমিতে বীজ না বুনলে, আগাছা পরিস্কার করে সার না দিলে ফসল হয় না, জ্বালানি না দিলে গাড়ি চলে না, বিদ্যুৎ না থাকলে ঘরে বসে শত প্রার্থনা-আহাজারি করলেও ঈশ্বর মহাশয় (এম.শমশের আলী সাহেবদের মতো ব্যক্তিত্বদের শত অনুরোধ-প্রার্থনা সত্ত্বেও) একটি বৈদ্যুতিক বাতিও জ্বালাতে পারেন না। এটাই চরম বাস্তবতা। ঈশ্বর বিষয়টি কল্পিত বলেই তার কোন প্রকার কার্যকারিতা নেই।...

মানুষ প্রাণি জগৎ থেকে যখন নিজেদেরকে পৃথক করতে পেরেছে, তখন থেকেই সে তার জীবন প্রনালীকে নিজেই সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে। গুহামানব ঘর বানিয়েছ, কুঠার বানিয়েছে বন থেকে কাঠ কাটতে, জাল বুনেছে মাছ ধরতে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করেছে মানুষ । সময়ের সাথে সাথে মানুষের তার কাজের পরিধি ও বাড়তে থাকে । সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ও মানুষ কাজ করতে চায় - তাই সে আলোর উৎস সূর্যের বিকল্প হিসাবে তৈরী করেছে আগুন, যা দিয়ে জ্বালিয়েছে মাটির প্রদীপ। সেই প্রদীপ থেকে আজকের বৈদ্যুতিক বাতি। যেদিন থেকে মানুষ আগূনের ব্যবহার শিখেছে সে দিন থেকেই মানুষের যাত্রা শুরু প্রকৃতি জয়ের। মানুষের জীবন মান উন্নয়নের জন্য মানুষ নিজেই পথ করে নিয়েছে। কখনো সাধারণ মানুষ ভাগ্য পরিবর্তেনর জন্য ঐশি শক্তির প্রতিক্ষায় থাকেনি। কখনও কখনও মানব জাতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে কিছু জ্ঞানপাপী পরগাছা ধুরন্ধর প্রকৃতির মানুষ। তারা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য নানা রকম বিধি বিধান তৈরী করে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে করেছে ব্যাহত । চাপিয়ে দিয়েছে ধর্ম নামক বিষবৃক্ষ-“**ঈশ্বরের ধারণা**”। যা সাধারণ মানুষ কে করেছে দ্বিধা বিভক্ত। তবে প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ তা কখন ও গ্রহণ করতে চায়নি। ফলে পরবর্তীতে ইহলৌকিক ও কল্পিত পরলৌকিক লোভ,লালসা,ভয়ভীতি দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বিষবটিকা গিলিয়েছে ভন্ড সমাজপতিরা; যাতে তাদের স্বার্থ উদ্ধার হয়। এক্ষেত্রে নারীদের কোনো ভুমিকা ছিল না বললেই চলে।

সবচেয়ে বিপদজনক যে মতবাদটি মানুষের বেশী ক্ষতি করেছে, তা হল সৃষ্টিতত্ত্ব মতবাদ। যে মতবাদটি প্রচার করেছেন সকল ধর্মীয় গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের নেতাগোছের ব্যক্তিরা। তারা প্রচার করেছেন এই দুনিয়ার

একজন সৃষ্টিকর্তা বা মালিক আছেন যিনি আকাশ, বাতাস, মানুষ, বৃক্ষরাজী তৈরী করেছেন নিজ হাতে। তিনিই জন্ম মৃত্যুর মালিক। তিনিই সরবরাহ করেন অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থান,আলো-বাতাস সহ সবকিছূ। তিনিই ঈশ্বর, মহাজ্ঞানী,পরম করুনাময় ও সুবিবেচক । সুতরাং তারই দাসত্ব কর। এই হলো ধর্মীয় প্রভাবক মতবাদটির বক্তব্যের সারাংশ।

এই সকল বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন করলে বহু প্রশ্নের জন্ম হতে পারে। তা হলো - কথিত সৃষ্টিকর্তা (সৃষ্টিকর্ত্রী নন কেন?) মহোদয়টির উৎপত্তি বা সৃজন হলো কেমন করে? এই মহাজগৎ তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণই বা (materials) পেলেন কোথায়? জন্মমৃত্যুর নিয়ন্ত্রন যদি তিনিই করেন তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি মোটেই মহাজ্ঞানী,পরম করুনাময় ও সুবিবেচক নন। উদাহরণ হিসেবে আমাদের বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই, ১৯৯১'র বাঙলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘুনির্ঝড়ের তান্ডব, ৯/১১ এর বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্রে বিমান হামলা, সাম্প্রতিক (২০০৪) ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সুনামির করালগ্রাস কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ, নিরপরাধ নারী, অবুঝ শিশু, বিকলাঙ্গ নারী-পুরুষ, ও গর্ভবতী মা। ভেংগে- চুড়ে ধুম্রে মুচড়ে দিয়েছে মানুষের ঘর-বাড়ি, গাছ,পালা, ফসলের মাঠ, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বহুকষ্টে গড়ে তোলা রাস্তা-ঘাট, হাট বাজার, গরু ছাগল সহ মানুষের সকল সৃজনশীল কর্ম।

সুনামী : দয়াময় ঈশ্বরের তান্ডবলীলা

সংস্কার মুক্ত দার্শনিকগণ বলেন, ঈশ্বর হলো এমন একটি কালো বিড়ালের মতো, যা কোন অন্ধকার গৃহে অবস্থান করছে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন; অথচ বিড়ালটি সেখানে নেই। ইহা একটি আপ্তবাক্য হলেও তা খুবই সত্যি কথা। কৃষক জমিতে বীজ না বুনলে, আগাছা পরিস্কার করে সার না দিলে ফসল হয় না, জ্বালানি না দিলে গাড়ি চলে

না, বিদ্যুৎ না থাকলে ঘরে বসে শত প্রার্থনা-আহাজারি করলেও ঈশ্বর মহাশয় (এম.শমশের আলী সাহেবদের মতো ব্যক্তিত্বদের শত অনুরোধ-প্রার্থনা সত্ত্বেও) একটি বৈদ্যুতিক বাতিও জ্বালাতে পারেন না। এটাই চরম বাস্তবতা। ঈশ্বর বিষয়টি কল্পিত বলেই তার কোন প্রকার কার্যকারিতা নেই। কাজ থাকলে জবাবদিহিতার প্রশ্ন উঠে; তাই তার কাজও নেই, জবাবদিহিতা ও নেই। ধর্মের ধ্বজাধারীগণ ''**ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান**'' হিসাবে তাদের লোকঠকানো প্রকল্পে স্থান করে দিয়েছেন। এই ধারণাটি আপাদমস্তক আদিম, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। মধ্যযুগে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বলেই তৎকালীন সমাজ কাঠামোর সাথে সংগতি বিধান করে রাজা মহারাজাদের মত ঈশ্বরকে সকল প্রশ্নের উর্ধে স্থান দেয়া হয়েছে। আর ঈশ্বর ধারণাটি তৈরীর জন্য এবং সর্বত্র প্রচার করার জন্যে এই রকম একটি সামাজিক আবহ থাকা পূর্বশর্ত। আধুনিক সমাজ কাঠামোয় প্রশ্নাতীত রাষ্ট্রনায়কগণ স্বৈরাচারী হিসেবে চিহ্নিত, তাই তারা ধিকৃত,নিন্দিত এবং অগ্রহনযোগ্য।

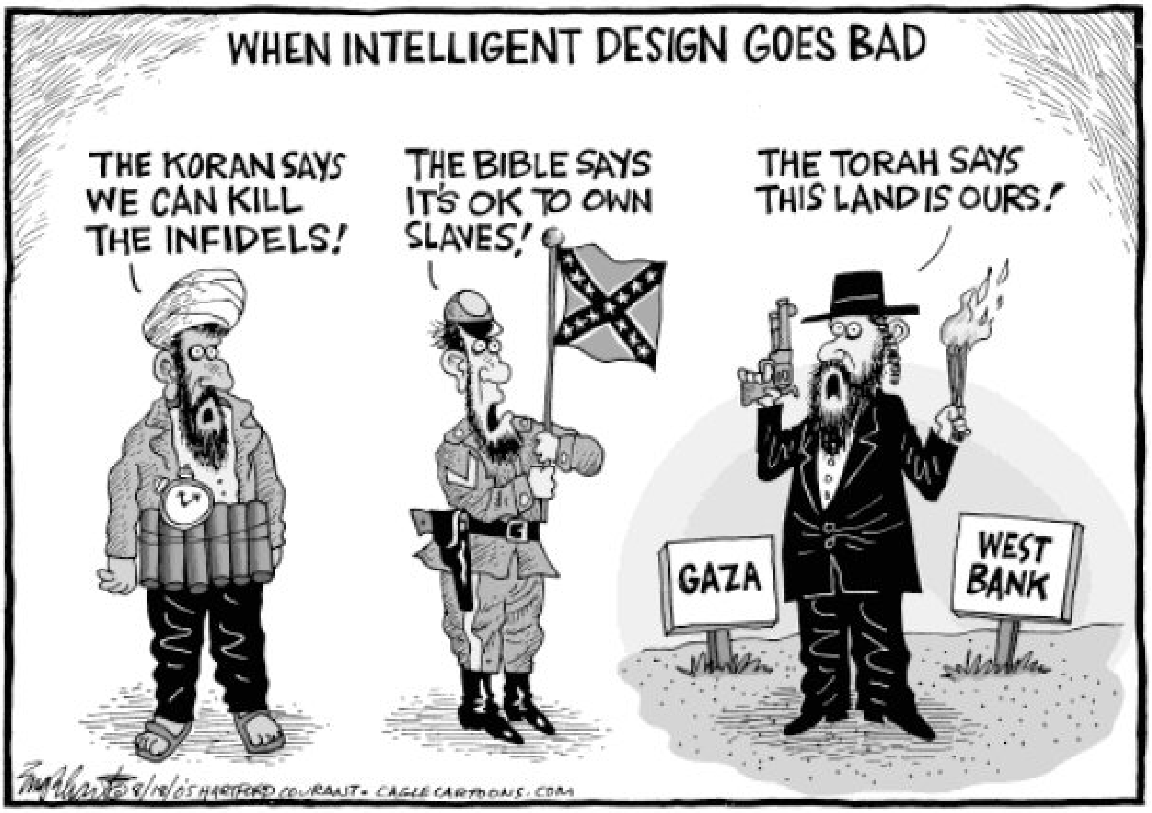

বর্তমানে নতুন কোনো ধর্ম ও ঈশ্বর তৈরীর কাজে এখন কেহ হাত দেননা। পুরনোগুলোরে নিয়ে চলছে ব্যবসা। যত্নহীন ফসলের জমিতে যেমন তৈরী হয়ে থাকে আগাছা, শ্বেতশ্বেতে পরিবেশে জন্ম নেয় ছাড়পোকা ও কৃমি তেমনি অগণতান্ত্রিক,অমানবিক,স্বেচ্ছাচারী ও

কুপমন্ডুক সমাজেই ধর্ম নামক বিষবৃক্ষ এবং ঈশ্বর ধারণার জন্ম হয়ে থাকে। মধ্যযুগে ঈশ্বরের চূড়ান্ত ধারণা নির্মাণ হয়েছে বলেই তিনি প্রশ্নাতীত সত্ত্বা, আধুনিক পরিবেশে যা গ্রহন যোগ্য নয়, বিধায় এখন নতুন কোনো ঈশ্বর তৈরী হলে - তাকে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হতো। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় ইহাই স্বাভাবিক রীতি।

নানান পণ্যের ব্যবসায়ীগণ যেমন তাদের পণ্যের ভালো দিকগুলো তোলে ধরে জোরেসোরে বিজ্ঞাপনে প্রচার করেন এবং খারাপদিক গুলো কৌশলে এড়িয়ে যান, তেমনি কল্পিত ঈশ্বরের বিমূর্তরূপসহ ধর্ম ব্যবসায়ীগণ ধর্মের কতিপয় আকর্ষনীয় দিকগুলো তোলে ধরে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চান। যেমন- জীবে দয়া করা, অহিংসা পরম ধর্ম, লুন্ঠন-রাহাজানী না করা, মিথ্যা বলা পাপ, খুন-ধর্ষন খুব মন্দ কর্ম ইত্যাদি। এই প্রসংগে বলা যায় যে, প্রথমতঃ এই সকল বিষয় কোন ধর্মবেত্তা না বললেও চির কাল মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে মন্দ বলেই জেনে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস বলে পৃথীবির কোন ধর্মই উক্তনীতি বাক্যগুলো মেনে চলেনি। বরং ইতিহাসের প্রতিটি সিড়িতে তাদেরই প্রচারিত বানীগুলো লংঘন করেছে চরমভাবে। সহমরণ/সতীদাহ প্রথা,গরু,ছাগল- বলিদান বা কোরবানী করা ধর্মের অবিচ্ছেদ্দ অংশ। নিজের ধর্মকে অন্যের ধর্মের উপর বিজয়ই করবার জন্য-অন্য ধর্মানুসারীদের সম্পদ ও নারীকে অবাধে ভোগ করার জন্য কত রক্তের গঙ্গা যে বহিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। খুন-ধর্ষন,লুন্ঠন-রাহাজানীকে নান অভিধায় অভিশিক্ত করে নিজেদের লোভ-লালসাকে চরিতার্থ করেছে - তথাকথিত বীর ধর্মযোদ্বারা। তৃতীয়তঃ যদিও ধর্মের কিছূ ভাল কথা প্রচলিত আছে। তবে ধর্ম এত বেশী অপকর্ম করেছে যে - যা দ্বারা তার সুকর্ম গুলো ও চাপা পরে গেছে। যেমন - হিটলার,মুসেলিনী, ইয়াহীয়া খান ও মিলচভিচদের সুকৃতি গূলো চাপা পরে গেছে তাদের অপকর্মের কাছে। এরা সভ্য মানুষের কাছে বর্জনীয়, উপেক্ষীত, নিন্দিত এবং ঘৃনিত।

আধুনিক মানুষের বড় আবিস্কার হলো বিজ্ঞান-যা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে চলে, শক্তিশালী করে মানব কল্যাণ ও যুক্তিবাদকে। পথ দেখায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টিকে। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ আর মানবতাবোধই হোক আমাদের আগামীদিনের চলার পথ।